দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 JAN 2007
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

২৫৮৭

বরিশালে ৯টি স্কুলের বিরুদ্ধে তদন্ত

এসএসসি ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগে

॥ বরিশাল অফিস ॥

জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত হারে এসএসসি ফরম পূরণে টাকা আদায় করার অভিযোগে ৯টি স্কুলের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি। বোর্ড নির্ধারিত ৯শ' টাকার স্থলে আদায় করা হয় ২২/২৫শ' টাকা করে। বরিশাল শিক্ষা বোর্ড গত বছরের তুলনায় এ বছর প্রতি পত্রে পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি করে ১০ টাকা করে। এছাড়া কেন্দ্র ফি বৃদ্ধি করা হয় ৬০ টাকা ও রিটেনশন ফি ২৫ টাকা সর্বমোট ১৯৫ টাকা ফি বৃদ্ধি হয়। গত বছর বোর্ড কর্তৃক কেবল পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র ফিসহ ৬শ' থেকে ৭শ' টাকা নিতে হয়েছে। সেখানে এ বছর তা নির্ধারণ হয় ৮৪০ টাকা থেকে ৯শ' টাকায়। কিন্তু নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সদর উপজেলার স্কুলগুলো ফরম ফিলাপ বাবদ আদায় করছে দু'হাজার টাকা থেকে শুরু করে ২৫শ' টাকা পর্যন্ত। নগরীর বি এম স্কুলে ফি ধার্য করা হয় ২২০০/২৩০০ টাকা, উদয়ন স্কুলে ১৯০০/২০০০, জগদীশ সারস্বত স্কুলে ১৯০০/২১০০, ব্যাপটিষ্ট মিশন বালিকা ২০০০/২৪০০, কাউনিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে ২০০০/২৩০০, মানিক মিয়া স্কুল ১৬৮০/১৭৮০ টাকা।

গত বছরের অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় ১০০০/১১০০ টাকা। বোর্ড থেকে এদের জন্য ফি নির্ধারিত হয় ৩৫০ টাকা। ফরম ফিলাপের এ টাকার মধ্যে প্রতিটি স্কুল ৬ মাসের অগ্রিম বেতনসহ কোচিং ফি ও স্কুল উন্নয়নের নামে অতিরিক্ত ফি আদায় করে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফি'র রশিদ সরবরাহ করা হয় না। এ সংক্রান্ত খবর ইত্তেফাকে প্রকাশের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অভিযুক্ত স্কুলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। সে অনুযায়ী মন্ত্রণালয় প্রথম পর্যায়ে নগরীর উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিএম স্কুল, একে স্কুল, ব্যাপটিষ্ট মিশন বালক বিদ্যালয়, ব্যাপটিষ্ট মিশন বালিকা বিদ্যালয়, মথুরানাথ পাবলিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জগদীশ সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়, কাউনিয়া বালিকা বিদ্যালয় ও মানিক মিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে।

১১ জানুয়ারী মন্ত্রণালয়ের এক সদস্যের একটি তদন্ত টিম ঐ ৯টি স্কুলের মধ্যে ৭টি স্কুল পরিদর্শন ও কাগজপত্র পরীক্ষা করেন। তদন্ত টিম স্কুল পরিদর্শনকালে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থের রশিদ চাইলে স্কুল কর্তৃপক্ষ তা দেখাতে পারেননি। স্কুল পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত অর্থ আদায় থেকে শুরু করে আদায়কৃত অর্থ হাতে রাখা ও বিনানুমতিতে খরচ করারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। এদিকে অডিট কর্মকর্তা নগরীর ব্যাপটিষ্ট মিশন স্কুলে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ঘটনা তদন্ত করার সময় মিথ্যা তথ্য দেয়ায় ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তার সামনেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৩ জানুয়ারী বাকী দু'টি স্কুলে তদন্ত করা হবে। তদন্ত কমিটির সদস্য আনসার আলী জানান, অভিযোগকৃত সকল স্কুলের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে অর্থ আদায়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। তিনি বলেন, ঐ ৯টি স্কুলের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট শীঘ্রই প্রতিবেদন আকারে ঢাকায় মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হবে। তিনি স্বীকার করেন কয়েকটি স্কুলে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণ পাওয়া গেছে।